

Abol Tabol by Shukumar Roy

suman_ahm@yahoo.com

আয়েরে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়েরে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদোল বাজিয়ে আয় ।
আয় যেখানে ক্ষ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়েরে যেখায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর ।
আয় ক্ষ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্ ,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব-হীন ।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গতে -
আয়েরে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে ॥

আবোল তাবোল

- সুকুমার রায়

আয়রে জেতালা খেয়াল-খোলা
সুপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মস্ত মাদল বাজিয়ে আয় ।
আয় যেখানে ক্ষাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর ।
আয়রে ফেষায় উধাগ হাগুয়ায়
মন জেঙ্গে যায় কোন্ সুদূর।

আয় ক্ষাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাখিন্ খিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগু বি চাল বেঠিক বেভাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে -
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসন্তবের ছন্দেতে।

রোদে রাজা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা-
ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা পুড়ে পিঠ হচ্ছে বামা ;
রাজা বলে,“বৃষ্টি নামা - নইলে কিচ্ছু মিলছে না।”
ধাকে সারা দুপুর ধরে বসে বসে চুপটি করে,
হাঁড়িপানা মুখটি করে আঁকড়ে ধরে শ্লেটটুকু ;
যেমে যেমে উঠছে ভিজ়ে ভ্যাবাচ্যাকা একলা নিজে ,
হিজিবিজি লিখছে কি যে বুজছে না কেউ একটুকু ।
ঝাঁঝা রোদ আকাশ জুড়ে,মাথাটার ঝাঁঝা ফুঁড়ে,
মগজেতে নাচছে ঘুরে রঙগুলো ঝনঝন ;
ঠাঠা-পড়া দুপুর দিনে,রাজা বলে,“আর বাঁচিনে,
ছুটে আন বরফ কিনে - ক'চ্ছে কেমন গা ছনছন ।”
সবে বলে,“হায় কি হল !রাজা বঝি ভেবেই মোলো !
ওগো রাজা মুখটি খোল - কওনা ইহার কারণ কি ?
রাঙামুখ পান্সে যেন তেলে ভাজা আমসি হেন,
রাজা এত ঘামছে কেন - শুনতে মোদের বারণ কি ?”
রাজা বলে,“কেইবা শোনে যে কধাটা ঘুরছে মনে,
মগজের নানান কোণে - আনছি টেনে বাইরে তায়,
সে কধাটা বলছি শোন, যতই ভাব যতই গোগ,
নাহি তার জবাব কোনো কলকিনারা নাইরে হায় !
লেখা আছে পুঁথির পাতে,‘নেড়া যায় বেলতলাতে,’
নাহি কোনো সন্দ ততে - কিন্তু প্রশ্ন ‘কবার যায় ?’
এ কধাটা এদিনেও পারোনিকো বুঝতে কেও,
লেখনিকো পুস্তকেও,দিচ্ছে না কেউ জবাব তায় ।
লাখোবার যায় যদি সে যাওয়া তার ঠেকায় কিসে ?
ভেবে তাই পাইনে দিশে নাই কি কিচ্ছু উপায় তার ?”

বুঝিয়ে বলা

ও শ্যামাদাস ! আয়তো দেখি ,বোস তো দেখি এখানে ,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব পাঁচ মিনিটে 'দেখে নে ।
জ্বর হয়েছে ?মিথ্যে কথা ! ওসব তোদের চালাকি -
এই যে বাবা চোঁচাচ্ছিলি ,শুনতে পাইনি ?কাল কি ?
মামার ব্যামো ?বদ্যি ডাকবি ?ডাকিস না হয় বিকেলে ;
না হয় আমি বাৎলে দেব বাঁচবে মামা কি খেলে !
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব -
না বুঝি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব ।
কোন কথাটা ?তাও ভুলেছিস্ ?ছেড়ে দিছিস্ হাওয়াতে ?
কি বলেছিলেম পরশু রাতে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে ?
ভুলিসনি তো বেশ করেছিস্ ,আবার শুনলে ক্ষেতি কি ?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস্ ,মাড়সানে যে এদিকই !
বলছি দাঁড়া ,ব্যস্ত কেন ?বোস তাহলে নিচুতেই -
আজকালের এই ছোকরাগুলোর তর্ সয়না কিছুতেই ।
আবার দেখ !বসলি কেন ?বইগুলো আন্ নামিয়ে -
তুই থাকতে মুটের বোঝা বইতে যাব আমি এ ?
সাবধানে আন্ ,ধরছি দাঁড়া-সেই আমাকেই ঘামালি ,
এই খেয়েছে !কোন আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি ?
ঢের হয়েছে ! আয় দেখি তুই বোস তো দেখি এদিকে-
ওরে গোপাল গোটাকয়েক পান দিতে বল খেঁদিকে ।
বলছিলাম কি ,বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থলেতে,
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোথেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্জময় বিশ্বতরুর শিকড়ে ।
অর্থাৎ কিনা ,এই মনে কর রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর ,চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে -
আবার দেখ !এরই মধ্যে হাই তোলবার মানে কি ?
আকাশপানে তাকাস্ খালি ,যাচ্ছে কথা কানে কি ?

হুকো মুখো হ্যাংলা

হুকো মুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ ?
নাই তার মানে কি ? কেউ তাহা জানে কি ?
কেউ কভু তার কাছে ধেকেছ ?
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের ধানাদার,
আর তার কেউ নাই এ ছাড়া -
তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাশে ,
বসে আছে কাঁদ কাঁদ বেচারী ?
ধপ্ ধপ্ পায়ে সে নাচত যে আয়েসে ,
গলা ভরা ছিল তার ফুর্তি ,
গাইতো সে সারাদিন 'সারে গামা টিম্ টিম্'
আহ্লাদে গদ-গদ মূর্তি ।
এই তো সে দুপুরে বসে ওই উপরে ,
খাচ্ছিল কাঁচকলা চট্কে -
এর মাঝে হল কি ? মামা তার মোলো কি ?
অথবা কি ঠ্যাং গেল মট্কে ?
হুকোমুখো হেঁকে কয় , "আরে দূর, তা তো নয় ,
দেখছ না কি বকম চিন্তা ?
মাছি মারা ফন্দি এ যত ভাবি মন দিয়ে -
ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা ।
বসে যদি ডাইনে , লেখে মোর আইনে -
এই ল্যাজে মাছি মারি ত্রস্ত ;
বামে যদি বসে তাও , নহি আমি পিছপাও ,
এই ল্যাজে আছে তার অস্ত্র ।
যদি দেখি কোনো পাজি বসে ঠিক মাঝামাঝি
কি যে করি ভেবে নাই পাইরে -
ভেবে দেখি একি দায় কোন্ ল্যাজে মারি তায় ,
দুটি বই ল্যাজে মোর নাই রে !"

একুশে আইন

সুকুমার বার

শিব ঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বদেশে !
কেউ যদি স্বাধীন পিছলে পড়ে,
পায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজির কাছে হস্ত বিচার
একুশ টাকা দস্ত তার ॥

সেখার সন্ধ্যা হটার আগে,
হার্টতে হলো টিকিট লাগে
হার্টলে পরে বিন টিকিটে
দমদমাদম লাগার পিঠে,
কোটাগ এসে নসিা ব্যাণ্ডে
একুশ দক্ষা হাটিলে যারে ॥

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাঙল ধরে,
কারুর যদি পোঁক গজার,
একশো আনা ট্যাকস চার
খুঁচিলে পিঠে গুঁজিলে ঘাড়
সেলায় ঠোকর একুশ বার ॥

চলতে গিলে কেউ যদি চার,
এদিক ওদিক ডাইনে বাঁর,
বাজার কাছে খবর হোটে,
পল্টনেরা লাঙ্কিলে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিলে তার
একুশ হাতা জলা দেলার ॥

সে সব লোকেরে পদ্মা লেখে,
তাদের ধরে খাঁচার বেখে,
কানের কাছে নানান সুবে,
নাযত্নে শোনার একুশ উড়ে,
সায়নে বেখে যুঁধীর খাতা
মিসেব কলার একুশ পাতা ॥

মঠাৎ সেখার রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অমনি তেড়ে মাথার ঘবে,
পোবর গুলে বেগের কবে,
একুশটি পাক ঘুরিলে তাকে
একুশ ঘন্টা খুলিলে বাখে ॥

দাঁড়ে দাঁড়ে ক্রম !

ছুটছে মটর ঘটর ঘটর ছুটছে গাড়ী জুড়ি,
ছুটছে লোকে নানান ঝোঁকে করছে হুড়োহুড়ি ;
ছুটছে কত ক্ষ্যাপার মতো পড়ছে কত চাপা ,
সাহেবমেমে ধম্কে ধেমে বলছে 'মামা পাপা !'
আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে
“দাঁড়ে দাঁড়ে ক্রম ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !”

বর্ষাকালে বৃষ্টিবাদল রাস্তা জুড়ে কাদা ,
ঠান্ডা রাতে সর্দিবাতে মরবি কেন দাদা ?
হোক না সকাল হোক না বিকাল
হোক না দুপুর বেলা ,
ধাক না তোমার আপিস যাওয়া
ধাক না কাজের ঠেলা -
এই দেখ না চাঁদনি রাতের গান এনেছি কেড়ে,
“দাঁড়ে দাঁড়ে ক্রম ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !”

মুখ্য যারা হচ্ছে সাবা পড়ছে বসে একা ,
কেউবা দেখ কাঁচুর মাচুর
কেউবা ভ্যাবাচ্যাকা ।
কেউ বা ভেবে হৃদ হল , মুখটি যেন কালি ,
কেউ বা বসে বোকার মতো মুন্ডু নাড়ে খালি ।
তার চেয়ে ভাই , ভাবনা ভুলে গাওনা গলা ছেড়ে ,
“দাঁড়ে দাঁড়ে ক্রম ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !”

বেজার হয়ে যে যাব মতো করছ সময় নষ্ট,
হাঁটছ কত খাটছ কত পাচ্ছ কত কষ্ট !
আসল কথা বুঝ না যে , করছ না যে চিন্তা ,
শুনছ না যে গানের মাঝে তবলা বাজে খিন্তা ?
পাল্লা ধরে গায়ের জোরে গিটকিরি দাও ঝেড়ে ,
“দাঁড়ে দাঁড়ে ক্রম ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে !”

গল্প বলা

“এক যে রাজা-“ধাম না দাদা ,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা ।”
“তার যে মাতুল”-“মাতুল কি সে ?-
সবাই জানে সে তার পিশে ।”
“তার ছিল এক ছাগল ছানা”-
“ছাগলের কি গজায় ডানা ?”
“একদিন তার ছাতের পরে”-
“হাত কোথা হে টিনের ঘরে ?”
“বাগানের এক উড়ে মালী ”-
“মালী নয়তো ! মেহের আলি ।”
“মনের সাথে গাইছে বেহাগ ”-
“বেহাগ তো নয় ! বসন্ত রাগ ।”
“ধও না বাপু ঘ্যাঁচা ঘেঁচি ”-
“আচ্ছা বল , চপ করেছি ।”
“এমন সময় বিছনা ছেড়ে,
হঠাৎ মামা আসল তেড়ে,
ধবুল সে তার ঝুঁটির গোড়া ”-
“কোথায় ঝুঁটি ? টাক যে ভরা ।”
“হোক না টেকো তোর তাতে কি ?
লক্ষীছাড়া মখ্য টেকি !
ধব্ব ঠেসে টুটির পরে,
পিটব তোমার মুণ্ডু ধরে -
কথার উপর কেবল কথা ,
এখন বাপু পালাও কোথা ?

নাৰদ ! নাৰদ !

“হ্যাঁৰে হ্যাঁৰে তুই নাকি কাল শাদা বল্‌ছিলি লাল ?
(আৰ) সেদিন নাকি ৰাত্ৰি জুড়ে নাক ডেকেছিস বিশ্ৰী সুৰে ?
(আৰ) তোদেৰ পোষা বেড়ালগুলো শুনছি নাকি বেজায় হলো ?
(আৰ) এই যে শুনি তোদেৰ বাড়ি কেউ নাকি ৰাখে না দাড়ি ?
ক্যান্‌ বে ব্যাটা ইন্‌সট্‌পিড ? ঠেঙিয়ে তোৰে কৰ্ব টিট্ !”
“চোপৰাও তুম স্পিক্‌টি নট্, মাৰব বেগে পটাপট্ -”
“ফেৰ যদি টেৰাবি চোখ কিম্বা আবার কৰবি ৰোখ ,
কিম্বা যদি অমনি কৰে মিথ্যেমিথ্যে চ্যাঁচাস জোৰে -”
“আই ডোন্ট কেয়াৰ কানাকড়ি - জানিস্ আমি স্যান্ডো কৰি ?”
“ফেৰ লাফাচ্ছিস্ ? অল্‌ৰাইট্ কামেন্ ফাইট্ ! কামেন্ ফাইট্ !”
“ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি, টেৰটা পাবে আজ এখনি !
আজকে যদি থাক্ত মামা পিটিয়ে তোমায় কৰ্ত্ ঝামা ।-”
“আৰে ! আৰে ! মাৰ্বি নাকি ? দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি !”
“হাঁহাঁহাঁহাঁ ! ৰাগ কোৰ না, কৰ্তে চাও কি তাই বল না !”
“হাঁ হাঁ তাতো সত্যি বটেই আমি তো চটিনি মোটেই !
মিথ্যে কেন লড়তে যাবি ? ভেৰি ভেৰি সৰি, মশলা খাবি ?”
“ ‘শেক্‌হ্যান্ড’ আৰ ‘দাদা’ বল সব শোষ বোষ ঘৰে চল ।”
“ডোন্ট পৰোয়া অল্‌ ৰাইট্ হাউ ডুয়ুডু গুড্ নাইট্ ।”

কি মুন্সিল !

সব লিখেছে এই কেতাবে দুনিয়ার সব খবর যত ,
সরকারী সব অফিসখানার কোন সাহেবের কদর কত ।
কেমন করে চাট্‌নি বানায়, কেমন করে পোলাও করে,
হরেক রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখেছে ফলাও করে
সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দা কেতা ,
পূজা পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখেছে হেথা।
সব লিখেছে ,কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায় -
পাগলা মাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায় !

ডানপিটে

বাপ্ৰে কি ডানপিটে ছেলে !-
কোন দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে ।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে ,
ঠাই ঠাই শিশি ভাঙে প্লেট দিয়ে ঠুকে !
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে ,
খাট থেকে রাগ করে দুম্‌দাম্‌ পড়ে !

বাপ্ৰে কি ডানপিটে ছেলে !
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে !
একটার দাঁত নেই ,জিভ দিয়ে ঘামে ,
এক মনে মোমবাতি দেশলাই চোমে !
আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে ,
কপ্‌কপ্‌ মাছি ধরে মুখে দেয় তুলে !

বাপ্ৰে কি ডানপিটে ছেলে !-
খুন হত টম্‌ চাচা ওই কুটি খেলে !
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে ,
বেগে তাই দুই ভাই ফোঁস ফোঁস ফোলে ।
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে ,
বাপ বাপ বলে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে ।

প্যাঁচা আর প্যাঁচানী

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী
খাসা তোৰ চ্যাঁচানি
শুনে শুনে আনমন
নাচে মোৰ প্ৰাণমন !
মাজ্জা গলা চাঁচা সুৰ
আহ্লাদে ভৰপুৰ!
গলা-চেরা ধমকে
গাছ পালা চমকে,
সুৰে সুৰে কত প্যাঁচ
গিটকিৰি ক্যাঁচ ক্যাঁচ !
যত ভয় যত দুখ
দুক দুক ধুক ধুক,
তোৰ গানে পেঁচি বে
সব ভুলে গেছিবৈ,
চাঁদমুখে মিঠে গান
শুনে বাৰে দু'নয়ান।

আহুদী

হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহুদী,
তিনজনেতে জটলা ক'রে ফোকলা হাসির পালা দি ।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না,পাছে হাসি হাসছি তাই ।

ভাবছি মনে, হাসছি কেন ? থাকব হাসি ত্যাগ ক'রে,
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক ক'রে ।
পাছে হাসি চাইতে গিয়ে ,পাছে হাসি চোখ বুজে,
পাছে হাসি চিম্টি কেটে নাকের ভিতর নোখ গুজে ।

হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলায় মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড় ।
পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে 'ক খ গ' আর স্লেট দেখে -
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে ।

ৰাম গৰুড়ের ছানা

ৰামগৰুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা ,
হাসির কথা শুনলে বলে ,
“হাসব না-না ,না-না !”
সদাই মরে ত্রাসে - ঐ বঝি কেউ হাসে !
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে ।
ঘুম নেই তার চোখে আপনি বকে বকে
আপনারে কয় ,“হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে !”
যায় না বনের কাছে , কিম্বা গাছে গাছে ,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে !
সোয়াপ্তি মনে - মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে ।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে ।
হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা ,
ৰামগৰুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?
ৰামগৰুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা ,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেধায় ,
নিমেষ সেধায় হাসা ।

হাত গননা

ও পাড়ার নন্দগোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো ,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো ।
ছিল না তার অসুখবিসুখ ,ছিল সে মনের সুখে ,
দেখা যেত সদাই তারে হঁকোহাতে হাস্যমুখে ।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হল ,

চলল সে তার হাত দেখাতে
ফিরে এল শুকনো সরু , ঠকাঠকু কাঁপছে দাঁতে !
শুধালে সে কয়না কথা ,আকাশেতে রয় সে চেয়ে ,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে ,পড়ে জল চক্ষু বেয়ে ।
শুনে লোকে দৌড়ে এল ,ছুটে এলেন বাদ্যমশাই ,
সবাই বলে ,কাঁদছ কেন ?কি হয়েছে নন্দগোঁসাই ?'
খুড়ো বলে ,'বলব কি আর ,হাতে আমার পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি ,ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা ।
এতদিন যায়নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে -
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে

তখন আমায় রাখবে কে রে ?
ষাটটা বছর পার হয়েছি বাপদাদাদের পুণ্যফলে -
ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটৌল তোলে ।
কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হয় যায় না বলা'-
এই বলে সে উঠল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা ।
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো ,
বুড়ো আছে নেই কো হাসি ,

হাতে তার নেই কো হঁকো ।

গল্প বিচার

সিংহাসনে বসল রাজা বাজল কাঁসর ঘন্টা
ছটপটিয়ে উঠল থেপে মন্ত্রী বুড়োর মন্টা
বললে রাজা “মন্ত্রী, তোমার গায়ে কেন গন্ধ ?”
মন্ত্রী বলেন “এসেন্স দেছি, গন্ধ তো নয় মন্দ ”
রাজা বলেন “মন্দ ভালো, দেখুক শুঁকে বদি ”
বদি বলে “আম্মার নাকে বেজায় হলো সদি ”
রাজা বলেন “শুকুক তবে রাম নারায়ণ পাত্র ”
পাত্র বলে “নসি নিলাম, এফুনি, এই মাত্র ”
“নসি নিলে বন্ধ সে নাক, গন্ধ কোথায় চুকবে ”
রাজা বলেন “কোটাল, তবে এগিলে এসো শুঁকবে ”
কোটাল বলে পান খেলেছি, মশলা তাহে কপূর,
গন্ধ তারি মুন্ড আম্মার একেবারে ভরপুর ”
রাজা বলেন “শুকুক তবে শের পালোয়ান ভীষ্ম সিং ”
ভীষ্ম বলে “আজ কল্হে আম্মার সমস্ত গা ঝিমঝিম
রাতে আম্মার বোখার হলো, বলছি হজুর ঠিক বাত ”
বলেই গুলো রাজ সতাতে, চম্ফ বুজে চিৎপাট
রাজার শালা চন্দ্রকেত, তারেই ধরে শেষটা,
বললে রাজা “তুমিই না হয় করো না ভাই চেষ্টা ”
চন্দ্র বলেন “ম্মারতে চাও তো ডাকাও না কো জরাদ,
গন্ধ শুঁকে ম্মরতে হবে, এ আবার কি আবাদ ”
ছিল হাজির, বৃদ্ধ নাজির, বয়স-টি তার নম্বই
ভাবলো মনে “ভয় কেন আর, একদিন তো ম্মরবই ”
সাহস করে বললে বুড়ো “ম্মিথো সবাই বকহিস,
শুকতে পারি হকুম পেলে, এবং পেলে বখশিস ”
রাজা বলেন “হাজার টাকা ইনাম পাবে সদা ”
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠল বুড়ো ম্মদ
জাম্মার পরে নাক ঠেকিলে শুঁকলো কত গন্ধ
রইলো অটল দেখলো সবে, বিম্ময়ে বাক বন্ধ
রাজা হলো জয়জয়াকার বাজলো কাঁসর ঘন্টা
বাপরে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে সে অন্ধা ॥

হলোর গান

বিদ্যুটে রাঙিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা ,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা ।
জটবাঁধা ঝুল কালো বটগাছতলে ,
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে ।
চুপচাপ চারিদিকে ঝোপ ঝাড়গুলো ,
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হলো ।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার করে ,
কোন গানে মন ভেজে শোন বলি তোরে ।
পূর্বদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আশখানা ভাঙা ।
চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আশখানা কাল থেকে আছে ।
দুড় দুড় ছুটে যাই ,দূর থেকে দেখি
প্রাণপলে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী !
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা ,
ধুক করে নিভে গেল বুকভরা আশা ।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি ,
বিলকুল সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি ।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি ,
গিনীর মুখ যেন চিম্নির কালি ।
মন-ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে ।

কাঁদুনে

ছিঁচকাঁদুনে মিচকে যারা সস্তা কেঁদে নাম কেনে ,
ঘ্যাঁঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর

ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে -
কুকিয়ে কাঁদে খিদের সময় , ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্কালে ,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা , কিম্বা ভয়ে চম্কালে ;
অল্পে হাসে অল্পে কাঁদে , কান্না ধাম্মায় অল্পেতেই ,
মায়ের আদর দুধের বোতল কিম্বা দিদির গল্পেতেই -
তারেই বলি মিথ্যে কাঁদন , আসল কান্না শুনবে কে ?
অবাক হবে ধম্কে হবে সেই কাঁদনের গুণ দেখে !
নন্দঘোষের পাশের বাড়ী বুধ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্নাখানা শুনলে বলি কান্না বটে সাক্ষা তার ।
কাঁদবে না সে যখন তখন , রাখবে কেবল রাগ পুষে ,
কাঁদবে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁদুনে রাঙ্কুসে !
নাইকো কারণ নাইকো বিচার

মাঝরাতে কি ভোরবেলা ,
হঠাৎ শূনি অর্ধবিহীন আকাশ ফাটন জোর গলা ।
হাঁকড়ে ছোট্টে কান্না যেমন জোয়ার বেগে নদীর বান ,
বাপ মা বসেন হতাশ হয়ে শব্দ শুনে বধির কান ।
বাসরে সে কি লোহার গলা ? এক মিনিটও শান্তি নেই ?
কাঁদন ঝরে শ্রাবন ধারে , ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই !
ঝুমঝুমি দাও পুতুল নাচাও ,

মিষ্টি খাওয়াও একশোবার ,
বাতাস কর , চাপড়ে ধর , ফুটবে নাকো হাস্য তার ।
কান্নাভরে উল্টে পড়ে কান্না ঝরে নাক দিয়ে ,
গিলতে চাহে দালানবাড়ী হাঁখানি তার হাঁক দিয়ে ,
ভূত-ভাগানো শব্দে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে -
কান্না শুনে ধন্যি বলি বুধ সাহেবের বাচ্চারে ।

ভয় পেয়োনা

ভয় পেয়ো না ,ভয় পেয়ো না ,

তোমায় আমি মারব না -

সত্যি বলছি কুপ্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না ।
মনটা আমার বড্ড নরম ,হাড়ে আমার রাগটি নেই ,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সখ্যি নেই !
মাধায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না -
জানো না মোর মাধায় ব্যারাম ,

কাউকে আমি গুঁতোই না ?

এস এস গর্তে এস ,বাস করে যাও চারটি দিন ,
আদর করে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রিদিন ।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেধায় থাকবে না ?
মুগুর আমার হাল্কা এমন মারলে তোমায় লাগবে না ।
অভয় দিচ্ছি ,শুনছ না যে ? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটো ?
বসলে তোমার মন্ডু চেপে বুঝবে তখন কান্ডটা !
আমি আছি ,গিন্নী আছেন ,আছেন আমার নয় ছেলে -
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে ।

ট্যাঁশ গরু

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয় ,আসলেতে পাখি সে ;
যার খুশি দেখে এস হারুদের অফিসে ।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু ,মুখখানা মস্ত ,
ফিটফাট্ কালো চুলে টেরিকাটা চোস্ত ।
তিন-বাঁকা শিং তার ,ল্যাজখানি প্যাঁচান -
একটুকু ছোঁও যদি ,বাপরে কি চ্যাঁচান !
লটখটে হাড়গোড় খটখট নড়ে যায় ,
ধমকালে ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ চমকিয়ে পড়ে যায় ।
বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার ,
চেহারার কি বাহার -ঐ দেখ ছবি তার ।
ট্যাঁশ গরু খাবি খায় ঠ্যাস দিয়ে দেয়ালে ,
মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে ;
মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে ,মাঝে মাঝে রেগে যায় ,
মাঝে মাঝে কুপোকাৎ দাঁতে দাঁত লেগে যায় ।
খায় না সে দানাপানি -ঘাস পাতা বিচালি ,
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি ;
কুচি নাই আমিষেতে ,কুচি নাই পায়সে ,
সাবানের সপ আর মোমবাতি খায় সে ।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌ খক্‌ ,
সারা গায়ে ঘিন্‌ ঘিন্‌ ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ ঠক্‌ ।
একদিন খেয়েছিল ন্যাকড়ার ফালি সে -
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিশে ।
কারো যদি শখ্‌ থাকে ট্যাঁশ গরু কিন্তে ,
সম্ভায় দিতে পারি ,দেখ ভেবে চিন্তে ।

নোটবই

এই দেখে পেনসিল ,নোটবুক এ-হাতে,
এই দেখে ভরা সব কিলবিল লেখাতে ।
ভালো কথা শুনি যেই চটপট লিখি তায় -
ফড়িঙের কটা ঠ্যাং ,আরশুলা কি কি খায় ;
আঙুলেতে আটা দিলে কেন লাগে চটচট ,
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছটফট ।
দেখে শিখে পড়ে শুনে বসে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ ।
কান করে কটকট ফোড়া করে টন্টন্ -
ওরে রামা ছুটে আয় ,নিয়ে আয় লন্ঠন ।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা ,
ঝোলাশুড় কিসে দেয় ?সাবান না পটকা ?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে ,
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে ।
পেট কেন কামড়ায় বল দেখি পার কে ?
বল দেখি বাঁজ কেন জোয়ানের আরকে ?
তেজপাতে তেজ কেন ?ঝাল কেন লঙ্কায় ?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায় ?
কার নাম দুন্দুভি ? কাকে বলে অরুণি ?
বলবে কি , তোমরা তো নোটবই পড়নি ।

টিকানা
সুকুমার রায়

আরে আরে জগমোহন -এসো, এসো, এসো-
বলতে পারো কোথায় থাকে আদ্যানাথের মেগো ?
আদ্যানাথের নাম শোননি ? ধগেন কে তো চেনো ?
শ্যাম বাগটি ধগেনেরই মামামশুর জেনো ।
শ্যামের জামাই কেপ্তমোহন তার যে বাড়ীওয়ালো,
কি যেন নাম ভুলে গেছি , তারই মামার শালা ।
তারই পিসের খুড়তুতো ভাই আদ্যানাথের মেগো
লক্ষী দাদা টিকানা তার একটু জেনে এসো ।

টিকানা চাও ? বলছি লোন আমড়া তলার মোড়ে ,
তিন যুগো তিন রাস্তা গেছে তারই একটা ধরে,
চলবে সিধে নাক বরাবর জানদিকে চোখ রেখে -
চলতে চলতে দেখবে শেষে রাস্তা গেছে বেকে ।
দেখবে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত ,
তারই ভিতর ঘুরবে খানিক গোলকর্থাধার মত ।
তার পরেতে হঠাৎ বেকে ডাইনে মোচর ঘেরে ,
কিরবে আবার বাঁয়ের দিকে তিনটে গলি ছেড়ে ।
তবেই আবার পড়বে এসে আমড়াতলার মোড়ে -
তারপর যাও সেথায় খুশি স্বালিও নাকো মোরে !

বিজ্ঞান শিক্ষা

আয় তোর মুনডুটা দেখি , আয় দেখি 'ফুটস্কোপ' দিয়ে ,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে ।
কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলে ,

কোন দিকে থেকে যায় চাপা ,
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু , কতখানি ঠক্ঠকে ফাঁপা ।
মন তোর কোন দেশে থাকে , কেন তুই ভুলে যাস্ কথা -
আয় দেখি কোন ফাঁক দিয়ে ,

মগজেতে ফুটো তোর কোথা ।
টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা , ফাটা-মতো মনে হয় যেন ,
আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে - চোপড়াও ভয় পাস্ কেন ?
কাৎ হয়ে কান ধ'রে দাঁড়া , জিভখানা উল্টিয়ে দেখা ,
ভালো ক'রে বুঝে শুনে দেখি-বিজ্ঞানে যে-রকম লেখা ।
মুণ্ডতে 'ম্যাগনেট' ফেলে , বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট' ক'রে ,
ইট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'মে দেখি

মাথা ঘোরে কি না ঘোরে ।

পালোয়ান

খেলার ছলে মষ্টিচরণ হাতী লোফেন যখন তখন ,
দেহের ওজন উনিশটি মণ ,শক্ত যেন লোহার গঠন ।
একদিন এক গুন্ডা তাকে বাঁশ বাগিয়ে মাবুল বেগে -
ভাঙল সে-বাঁশ শোলার মতো

মট করে তার কনুই লেগে ।
এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দৈব বশে ,
উপর থেকে প্রকান্ড ইঁট পড়ল তাহার মাথায় খসে ।
মুণ্ডতে তার যেমনি ঠেকা অমনি সে ইঁট এক নিমেষে ,
গুড়িয়ে হ'ল ধুলোর মতো ,মষ্টি চলেন মুচকি হেসে ।
মষ্টি যখন ধমক হাঁকে কাঁপতে থাকে দালান বাড়ী ,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গরুর গাড়ী !
ধুমসো কাঠের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে ,
একশো জ্বালা জ্বল ঢালে রোজ

স্নানের সময় পুকুর থেকে ।

সকাল বেলায় জলপানি তার

তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া ,
সঙ্গেতে তার চৌদ্দ হাঁড়ি দৈ কি মালাই মুড়কি দেওয়া ।
দুপুর হলে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভরে ,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সবতে তার তৃষ্ণা হরে ।
বিকাল বেলা খায়না কিছু গন্ডা দশেক মন্ডা ছাড়া ,
সন্ধ্যা হলে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া ।
রাত্রে সে তার হাত পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে ,
দুন্দুমান্দুন্ম সবাই মিলে মুণ্ডর দিয়ে পেটায় তাকে ।
বললে বেশি ভাববে শেষে এসব কথা ফেনিয়ে বলা -
দেখবে যদি আপন চোখে যাওনা কেন বেনিয়াটোলা ।

ফস্কে গেল !

দেখ্ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি দেখ্‌রে খেলা দেখ্ চালাকি ;
ভোজের বাজি ভেঙ্কি ফাঁকি পড়্ পড়্ পড়্‌বি পাখি - ধপ্
লাফ্ দি'রে তাই তালটি ঠুকে তাক করে যাই তীর ধনুকে ,
ছাড়্‌ব সটান উর্ধ্‌মুখে হুশ্ করে তো'র লাগবে বকে - খপ্
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্‌য়ে হামা খাপ্ পেতেছেন গোষ্ঠি মামা ,
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা ,

এইবারে বাণ চিড়িয়ে নামা-চট্ !

ঐ যা ! গেল ফস্কে যে সে-হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে ?
ঘ্যাঁচ করে তো'র পাঁজর ঘেঁষে

লাগল কি বাণ ছট্‌কে এসে-ফট্ ?

আবোল ভাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আব্হায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কন্ঠ পুরে ।
হেথায় নিমেষ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা ।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপ্ন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিন্তে লাগে
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে ।
ছুটলে কথা ধামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে -
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ ।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার ।

বাবুরাম সাপুড়ে

বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা-
যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নোখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্ফোস্, মারে নাকো টুঁশ্টাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত,
সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন্ত!
তেড়ে মেরে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা।

ভাল রে ভাল !

দাদা গো ! দেখছি ভেবে অনেক দূর-
এই দুনিয়ার সকল ভাল ,
আসল ভাল নকল ভাল ,
সস্তা ভাল দামীও ভাল ,
তুমিও ভাল আমিও ভাল ,
হেধায় গানের হৃন্দ ভাল ,
মেঘ মাখানো আকাশ ভাল ,
চেউ জাগানো বাতাস ভাল ,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল ,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল ,
মাছ পটোলের দোলমা ভাল ,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল ,
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল ,
কাঁসিও ভাল ঢাকও ভাল ,
টিকিও ভাল টাকও ভাল ,
ঠেলার গাড়ী ঠেলতে ভাল ,
খাস্তা লুচি বেলতে ভাল ,
গিটকিরি গান শুনতে ভাল ,
শিমুল তুলো ধুন্তে ভাল ,
ঠান্ডা জলে নাইতে ভাল ,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল -
পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড় ।

ভূতুড়ে খেলা

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্ভাতের জ্যান্ত হানা করছে খেলা জোহনাতে ।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হুলা সে ।
শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কটকটে -
দেখছে নেড়ে বুনুটি ধরে বাচ্চা কেমন চটপটে ।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাঠ সুরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশানি শব্দে যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরে !
যেমন খুশি মারছে ঘুমি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর করে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা ।
বলছে আবার, “আয়বে আমার নোংরামুখো সুটকো রে,
দেখনা ফিরে প্যাখনা ধরে হুতোম-হাসি মুখ করে !
ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁতকা রে,
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁতকা রে !
ওরে আমার বাদলা রোদে জুষ্টি মাসের বিষ্টিরে,
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে,
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাঁসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোহনা হাওয়ার স্বপ্নখোড়ার চড়নদার ।
ওরে আমার গোবরা গণেশ ময়দাঠাসা নাদুসুরে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোকলা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিসরে -”
এই না বলে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট করে,
কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি -মিলিয়ে গেল চট করে !

বোম্বাগড়ে রাজা

সুকুমার রায়

কেউ কি জানো সদাই কেন বোম্বাগড়ে রাজা,
ছবির ফ্রেমে বাঁধিলে রাবে আয়সহ ভাজা ?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বাঁধা
পাঁড়িরাটিতে পেরেক ঠোকেন কেন রানীর দাদা ?
কেন সেখায় সর্দি হলে ত্রিণবাজি বায় লোকে ?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাথায় চোবে ?
ওস্তাদের লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে ?
টাকের 'পরে পন্ডিভেরা ডাকের টিকিট যারে !
রাড্রে কেন ট্যাঁকঘড়িটা ডুবিয়ে রাবে ঘিয়ে ?
কেন রাজার বিছনা পাতে শিরীষ কাপড় দিয়ে ?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা 'হুঁ হুঁ' বলে ?
মন্ত্রী কেন কলসী বাজায় বসে রাজার কোলে ?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি ?
কুমড়ে নিলে ক্রিকেট বেলেয় কেন রাজার পিসী ?
রাজার বুড়ে নাচেন কেন ইঁকোর মালা পরে ?
এখন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পারে যোরে ?

ছায়াবাজী

আজ্ঞাশুবি নয়, আজ্ঞাশুবি নয়, সত্যিকারে কথা -
ছায়ার সাথে কুপ্তি করে গাত্রে হল ব্যাধা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি ?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরে বকম পুঞ্জি!
শিশিরভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুরবেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ পেতে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে -
হালকা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এ-সব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভুঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মত শুয়ে ;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো,
বলছি যা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার বয়না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো -
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মध्ये সবাই গেলে,
বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওমুখ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই থাকে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুকলে পরে সর্দি কাশি থাকবে না আর কারো।

চোর ধরা

আরে ছি ছি ! রাম রাম ! বলো না,
চলছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা ।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক কমে যায় খাবারের ভাগেতে ।
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনাকো কারা সে,
কালকে যা হইয়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে !
পাঁচখানা কাটলেট, লুচি তিন গন্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মন্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙনি-
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতাখানা শুন্য !
তাই আজ ক্ষেপে গেছি - কত আর পারব ?
এতদিন সয়ে সয়ে এইবারে মারব ।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহার ।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস্ -
যেই হও এইবারে খেমে যাবে ফোস্ ফোস্ ।
খাটবে না জারিজুরি আঁটবে না মার্প্যাঁচ
যারে পাব ঘাড়ে ধরে কেটে দেব ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ ।
এই দেখে ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুন্ডুটা বাড়ালে ।
রোজ বলি 'সাবধান !' কানে তবু যায় না ?
ঠেলাখানা বুঝি তো এইবারে আয় না !

গানের গুঁতো

গান জুড়েছে গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা -
আওজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা!
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুটছে লোকে চর দিকেতে ঘুরছে মাথা ভনভন।
মরছে কত জখম হয়ে করছে কত ছটফট -
বলছে হেঁকে, “প্রাণটা গেল, গানটা ধামাও ঝট্পট।”
বাঁধন-হেঁড়া মহিম ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত;
ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইকো তাহে দুকপাত।
চর পা তুলি জন্তুগুলি পড়ছে বেগে মূর্ছায়,
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বলছে বেগে “দূর ছাই!”
জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপচাপ,
গাছে বংশ হচ্ছে ধ্বংশ পড়ছে দেদার ঝুপঝাপ।
শূন্য মাঝে ঘর্ণা লেগে ডিগবাজি খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে, “আর না দাদা, গানটা ধামাও লক্ষ্মী।”
গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফটে বিলকুল,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশমেজাজে দিল খুল।
একযে ছিল পাগলা ছাগল, এমনি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলে গুঁতো পশচৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডান্ডা,
‘বাপরে’ বলে ভীষ্মলোচন একেবারে ঠান্ডা।

গোঁফ চুরি

হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাধার ব্যামো কেউ কখনো জানত ?
দিব্য ছিলেন খোসমেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে বিম্বিমিয়ে হটাৎ গেলেন ক্ষেপে !
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি করে গোল,
হঠাৎ বলেন, “গেলুম গেলুম, আমায় ধরে তোল !”
তাই শুনে কেউ বাদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, “কামড়ে দেবে সাবখানেতে তলিসা।”
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরঘুরি,
বাবু হাঁকেন, “ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি।”
গোঁফ হারানো! আজব কথা ! তাও হয় সত্যি ?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই মিলে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধরে আয়না,
মোটোও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।
বেগে আশুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
“কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
“নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
“এমন গোঁফ তো রাখতো জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
“এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই” -
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়ে।
ভীষণ বেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায় -
“কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাধায়।
“অফিসের এই বাঁদরগুলো, মাধায় খালি গোবর,
“গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
“ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খব নাচি,
“মুখ্যগুলোর মুণ্ড ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
“গোঁফকে বলে আমার তোমার - গোঁফ কি কারো কেনা ?
“গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।”

হাতুড়ে

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেবামত-
কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চটপট মেরামত ।
কয়েছেন গুরু মোর, “শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্স।”
উৎসাহে কি না হয় ? কি না হয় চেষ্টায় ?
অভ্যাসে চটপট হাত পাকে শেষটায় ।
খেটে খেটে জল হ'ল শরীরের রক্ত,-
শিখে দেখি বিদ্যেটা নয় কিছু শক্ত ।
কাটা ছেঁড়া ঠুকঠাক, কত দেখে যন্ত্র,
ভেঙে চুরে জুড়ে দেই তারও জানি মন্ত্র ।
চোখ বুজে চটপট বড় বড় মূর্তি,
যত কাটি ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ তত বাড়ে ফুর্তি ।
ঠ্যাং-কাটা গলা-কাটা কত কাটা হস্ত,
শিরিমের আঠা দিয়ে জুরে দেই চোস্ত ।
এইবারে বলি তাই, রোগী চাই জ্যান্ত -
ওরে ভোলা, গোটা ছয় রোগী ধরে আন্ত !
গেঁটেবাত্তে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী,
কিছুতেই সারাবে না এই তার ফন্দি -
একদিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে,
গেঁটেবাত্তে ঘেঁটে-ঘুঁটে সব দেব ঘুলিয়ে ।
কার কানে কটকট কার নাকে সর্দি,
এস, এস, ভয় কিসে ? আমি আছি বদ্যি ।

কাঠ বুড়ে

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে-যেন কে বুদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজ়ে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুন্‌গুন্‌ সঙ্গীত
ভাব দেখে মনে হয় না জানি কি পণ্ডিত!
বিড়বিড় কিয়ে বকে নাহি তার অর্ধ -
“আকাশেতে বুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত ।”
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটো ঘর্ম,
বেগে বলে, “কেবা বোঝে এ সবেৰ মর্ম ?
আরে মোলো, গাথাগুলো একেবারে অন্ধ,
বোঝে নাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব ।
কোন কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব,
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত ?”
আশে পাশে হিজি বিজি আঁকে কত অঙ্ক
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য;
কোন ফুটো খেতে ভালো, কোনটা বা মন্দ,
কোন কোন ফাটলের কি রকম গন্ধ ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক শব্দ,
বলে, ‘জানি কোন কাঠ কিসে হয় জব্দ;
কাঠকুটো ঘেঁটে ঘেঁটে জানি আমি পল্ট,
এ কাঠেৰ বজ্জাতি কিসে হয় নল্ট ।
কোন কাঠ পোষ মানে, কোন কাঠ শান্ত,
কোন কাঠ টিম্‌টিমে, কোনটা বা জ্যান্ত ।
কোন কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন কাঠে কেন থাকে গর্ত ।”

কাতুকুত বুড়ো

আর যেখানে যাও না ভাই সস্ত সাগর পার,
কাতুকুত বুড়োর কাছে যেও না খবরদার !
সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ী -
কাতুকুতুর কল্পি খেয়ে ছিঁড়বে পেটের নাড়ী।
কোথায় বাড়ী কেউ যানে না, কোন্ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর করে ভাই গল্প শোনায় পড়ে।
বিদঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্ দেশী,
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি।
না আছে তার মুগ্ধমাথা, না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাসতে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও ধাকা যায় সয়ে,
গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।
কেবল বলে, “হোঃ হোঃ হোঃ, কেউদাসের পিশি -
বেচত খালি কুমড়ে কচু হাঁসের ডিম আর তিসি।
ডিমগুলো সব লম্বা মতন, কুমড়েগুলো বাঁকা,
কচুর গায়ে রঙ-বেরঙের আল্পনা সব আঁকা।
অষ্ট পহর গাইত পিশি আওয়াজ করে মিহি,
ম্যাও ম্যাও ম্যাও বাকুম বাকুম ভৌ ভৌ চীহি।”
এই না বলে কুটুং করে চিম্টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে সুড়সুড়ি সে আপনি লুটোপুটি,
যতক্ষণ না হাসবে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি !



হাঁস ছিল, সজারুও, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমন তা জানি না।

বক কহে কচ্ছপে - "বাহবা কি ফুঁতি!



অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ' মূর্তি।"



টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা -

গোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবো কাঁচা লঙ্কা ?

হাতোলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,



চাপিল বিছার ঘাড়ে, খড়ে মুড়ো সন্ধি!

জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,



ফড়িঙের চং ধরি সেও চায় উড়িতে।

গরু বলে, "আমারেও ধরিল কি ও রোগে ?

মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরেগে ?"



'হাতিমির' দশা দেখো - তিমি ভাবে জলে যাই

হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"



সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট -

হরিণের সাথে মিলে শিং হল পুষ্ট।

খুড়োর কল

কল করেছেন আজ বরকম চন্দ্রীদাসের খুড়ো -
সবাই শুনে সাবাস্ বলে পাড়র ছেলে বুড়ো।
খুড়োর যখন অল্প বয়স - বছর খানেক হবে -
উঠল কেঁদে 'গুংগা' বলে ভীষণ অটুরবে।
আর তো সবাই 'মামা' 'গাগা' আবোল তাবোল বকে,
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চম্কে গেল লোকে।
বললে সবাই, "এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোড়ে এ সংসারে একটা কিছু হবে।"
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘন্টার রাস্তা যাবেন দেড় ঘন্টায় চলে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘন্টা পাঁচেক ঘাটলে পরে আপনি যাবে বোঝা।
কলবকি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা।
সামনে তাহার খাদ্য বোলে যার যে-বরকম কুচি-
মন্ডা মিঠাই চপ্ কাট্লেট্ খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস্ রবে না চলবে কেবল খেয়ে।
হেসে খেলে দু-দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সম্ভবের ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চন্দ্রীদাসের খুড়ো।

কিঙুত !

বিদঘুটে জানোয়ার কিম্বাকার কিঙুত,
সারাদিন ধরে তার শুনি শুধু খুঁতখুঁত ।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ আব্দারে ঘন ঘন নালিশে ।
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না -
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না ।
কোকিলের মতো তার কণ্ঠেতে সুর চাই,
গলা শুনে আপনার বলে, 'উঁহুঁ,দূরছাই !'
আকাশেতে উড়ে যেতে পাখিদের মানা নেই,
তাই দেখে মরেকেঁদে-তার কেন ডানা নেই ।
হাতিটার কী বাহার দাঁতে আর শুন্ডে-
ও রকম জুড়ে তার দিতে হবে মুন্ডে !
ক্যাঙ্কারুর লাফ দেখে তার হিংসে -
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্বে !
সিংহের কেশরের মতো তার তেজ্জ কই ?
পিছে খাসা গোসাপের খাঁজকাটা লেজ্জ কই ?
একলা সে সব হলে মেটে তার প্যাখ্না;
যারে পায় তারে বলে, 'মোরদশা দেখ্না !'

কুমড়োপটাশ

(যদি) কুমড়োপটাশ নাচে -
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;
চার পা তুলে থাকবে বলে হট্টমূলের গাছে।

(যদি) কুমড়োপটাশ কাঁদে -
খবরদার ! খবরদার ! বসবে না কেউ ছাদে;
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কন্নল কাঁধে,
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাখে কুম্ভ রাখে !'

(যদি) কুমড়োপটাশ হাসে -
ধাকবে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্না ঘরের পাশে;
ঝাপসা গলায় ফার্সি করে নিশ্বাসে ফিস্ফাসে;
তিনটি বেলা উপোস করে থাকবে শুয়ে ঘাসে !

(যদি) কুমড়োপটাশ ছোটে -
সবাই যেন তড়বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে;
হুকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে;
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় না কেউ মোটে !

(যদি) কুমড়োপটাশ ডাকে -
সবাই যেন শ্যামলা এঁটে গামলা চড়ে থাকে;
হেঁচকি শাকের ঘন্ট বেটে মাথায় মলম মাখে;
শক্ত ইঁটের তস্ত বামা ঘষতে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এ-সব কথা করছ যারা হেলা,
কুমড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
দেখবে তখন কোন কথাটা কেমন করে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি বলে।

লড়াই ক্ষ্যাপা

অই আমাদেৱ পাগলা জুগাই, নিত্যি হেথায় আসে;
আপন মনে গুনগুনিয়ে মুচকি মুচকি হাসে।
চলেতে গিয়ে হঠাৎ যেন ধমকলেগে ধামে,
তড়াক কৰে লাফ দিয়ে যায় অইনে ধেকে বামে।
ভীষণ ৰোখে হাত গুটিয়ে সামলে নিয়ে কোঁচা,
'এইয়ো' বলে ক্ষ্যাপাৰ মতো শন্যে মাৰেখোঁচা।
চৈঁচিয়ে বলে, "ফাঁদ পেতেছ ? জুগাই কি ভয়ে পড়ে ?
সাত জাৰ্মান, জুগাই একা, তবু জুগাই লড়াই।"
উৎসাহেতে গৰম হয়ে তিড়িংৰিড়িং নাচে,
কখনও যায় সামনে তেড়ে, কখনও যায় পাছে।
এলোপাতাড়ি ছাতাৰ বাড়ি ধপুস্ৰাপুস্ৰ কতো!
চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চৰ্কিৰাজেৰ মতো।
লাফেৰ চোটে হাঁফিয়ে ওঠে গায়েতে ঘাম ঝৰে,
দুডুম কৰে মাটিৰ পৰে লম্বা হয়ে পড়ে।
হাত পা ছুড়ে চৈঁচায় খালি চোখটি কৰে ঘোলা,
"জুগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানেৰ একগোলা!"
এই না বলে মিনিট খানেক ছটফটিয়ে খুব,
মড়াৰ মতো শক্ত হ'য়ে একেবাৰে চুপ!
তাৰ পৰেতে সটান বসে চুলকে খানিক মাধা,
পকেট ধেকে বাৰ কৰে তাৰ হিসেব লেখাৰ খাতা।
লিখল তাতে- "শোনৰে জুগাই, ভীষণ লড়াই হলো,
পাঁচ ব্যাটাকে খতম কৰে জুগাইদাদা মোলো।"

সাবধান

আরে আৰে, ওকি কৰ প্যালাৰাম বিশ্বাস ?
ফোঁস্ ফোঁস্ অত জোৰে ফেলোনাকো নিশ্বাস।
জানো নাকি সে-বছৰ ও-পাড়ার ভতানাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাত ?
হাঁপ ছাড় হ্যাঁসফ্যাঁস্ ওরকম হাঁ করে -
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে ?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল রায়,
মাছি খেয়ে পাঁচ মাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই বলি - সাবধান ! করোনাকো ধুপ্ধাপ,
টিপি টিপি পায় পায় চলে যাও চুপ্চাপ্।
চেয়োনাকো আগে পিছে, যেয়োনাকো ডাইনে
সাবধানে বাঁচে লোকে - এই লেখে আইনে।
পড়েছ তো কথামালা ? কে যেন সে কি করে
পথে যেতে পড়ে গেল পাতকোর ভিতরে ?
ভালো কথা - আর যেন সকালে কি দুপুরে,
নেয়োনাকো কোনদিন ঘোষেদের পুকুরে;
এ-রকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন দিন,
কথাটাকে ভেবে দেখে কি-রকম সঙ্গিন।
চটো কেন ? হয় নয় কেবা জানে পল্ট,
যদি কিছু হয় পড়ে পাবে শেষে কল্ট।
মিছিমিছি ঘ্যান্ঘ্যান্ কেন কৰ তক্ক ?
শিখেছ জ্যাঠামো খালি, ইঁচড়েতে পক্ক;
মানবে না কোন কথা চলা ফেরা আহাৰে,
এক দিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহাৰে।
রমেশের মেজমামা সেও ছিল শেয়ানা,
যত বলি ভাল কথা কানে কিছু নেয় না;
শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
পড়ে গেল গাড়ি চাপা রাস্তার মাঝারে !

শব্দ কল্প দুম !

ঠাস্ ঠাস্ দ্রম্ দ্রাম্ ,শনে লাগে খট্কা
ফুল ফোটে?তাই বল !আমি ভাবি পট্কা !
শাঁই শাঁই পন্পন্ ,ভয়ে কান বন্ধ -
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপ্ধাপ্-ওকি শুনি ভাই রে!
দেখ্ছ না হিম পড়ে-যেওনাকো বাইরে।
চুপ চুপ ঐ শোন্ !বাপ্ বাপ্ ঝ-পাস !
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?- গব্ গব্ গ-বাস !
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্,রাত কাটে ঐরে!
দুড় দাড়্ চুরমার-ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘব্ ঘব্ ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা !
কত মন নাচে শোন্-খেই খেই খিন্তা !
ঠুং ঠাং ঢং ঢং ,কত ব্যথা বাজে রে!
হেই হেই মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চিৎকার-
মালকোঁচা মারে বুঝি ?সরে পড়্ এইবার।

সৎপাত্র

শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে -
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?
মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল -
রঙ যদিও বেজায় কালো;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক পেরুর মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি ? বলছি মশাই -
ধন্য ছেলে অধ্যাবসায়!
উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে ধামল শেষে।
কিম্বদ আশায় ? গরীব বেজায় -
কষ্টে-সুখে দিন চলে যায়।
মানুষ তো নয় ভাই গুলো তার -
একটি পাগল একটি গোঁয়ার;
আরেকটি সে তৈরী ছেলে,
জাল করে নোট গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়
যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জুর আর পাণ্ড রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংস রাজার বংশধর !
শ্যাম লাহিড়ি বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের। -
যাহোক এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে ?

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only \$19.95USD from <http://www.scp-solutions.com/order.html>